অসংলগ্ন কথাবার্তা

– দধিচী

পর্ব - ১ম

হুম্ আলোচনা করা উচিত। কি নিয়ে আলোচনা হবে ? আচ্ছা এই ধরুন যদি ছন্নছাড়া ভাবে আলোচনা করা হলে তা কেমন হতে পারে ? আসলে আর কিছুই না, মাথার কিছু আসছে না, তাই মুখ লুকানোর ছোট্ট প্রয়াস। কথা হচ্ছে ব্যাপারটা এমন নয় যে এই ম্যাগাজিনের প্রকাশক আমার পেছনে হন্যে হয়ে পড়েছেন যে আমাকে কিছু একটা লিখে দিতেই হবে, আবার এমনটাও নয় যে আমি বড় কোন সমাজ সংস্কারক যার নিজের নাম না দিয়ে ছদ্মনামে লেখা প্রয়োজন, কারণ জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। কোনটাই নয়। তাহলে নাম কেন প্রয়োজন ? কারণ এমনটা তো নয় যে আমরা নাম দিয়েই সব যাচাই করি, নাকি ঠিক তাই ? আমার নাম ছয়থানা হাতি টেনে নিয়ে যায় বলে আপনারা রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ান, আর ছোট্ট নামের লাল পিঁপড়ের জুতোর তলালয় পিষে ফেলেন !

এই হচ্ছে গিয়ে চিরাচরিত সামাজিক অভিযোগ। পূজোর ম্যাগাজিন হবে, কিছু একটা লিখতে হবে, কি লেখা যেতে পারে ? সব থেকে সোজা হচ্ছে 'নাই' আর 'খারাপ' গল্প শোনানো। যেমন ধরুন পোড়া দেশে নারী নেই, স্বাধীনতা নেই, গরীবের মুক্তি নেই, আবর্জনা (সামাজিক ও বাস্তবিক) ফেলার জায়গা নেই, শান্তি নেই, জল নেই, ঠান্ডা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি প্রতিবছর অভিযোগের ফুলঝুড়ি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। বলতে পারেন তারপর কি হয় ? আপনি ম্যাগাজিনটা সরিয়ে দেখে দু-মিনিট ভাববেন, আর যেসব ভাববেন আমি সমাজ উদ্ধার করলাম। এই ভাবনা কখনোই আমাদের বাড়ির চৌকাঠ ডিঙ্গায় না। পরদিন সকালে উঠেই আমরা ট্রাফিক পুলিশকে ঘুঁষ দেই, পাড়ার মোড়ের দাড়িয়ে প্রতিবেশীর মেয়েটির শরীর পিতল দিয়ে কেন বানালেন ভগবান তাই ভাবি, মোদী আর রাহুলের মধ্যে কে দেশ উদ্ধার ভালো করেন তা নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় আর ফেসবুকে সাইক্লোন তুলি। দায়িত্ব পালনেও আমরা পিছিয়ে আসি না, সংবাদ মাধ্যম আমাদেরকে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে; আমাদের নিজেদের প্রমাণ করতে হবে আমরা সুপ্রীম কোর্ট থেকে উত্তম বিচার করতে পারি, তাই বিচার ব্যবস্থা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি ঘোষণা করা হোক। আমরা সব বুঝি, সব জানি তাও আমাদের জীবনে শান্তি নেই। তাহলে কি যারা অজ্ঞ তারা শান্তিতে আছে ? তাও নয়। তাহলে এবার উপায় ?

পর্ব - ২য়

সব থেকে বিষাক্ত দ্রব্য কি আছে যা খেয়ে আপনি মারা যেতে পারেন ? নাহ্ সায়ানাটও নয়। ভাবুন, একটি অ্যামিবা মারা গেলে আপনি কি চিন্তিত হোন ? নিশ্চয়ই না ? এবার দু-মিনিটের জন্য নিজেকে অ্যামিবা ভাবুন। ভাবুন আপনি প্রতিদিন খাবার খান, বিকেলে প্রেমিকার সাথে ঘুরতে যান, কয়েক বছর পর মারা যান। মানুষ হলেও কি আপনি এর থেকে

বেশি কিছু করতেন ? তাহলে আপনি মানুষ বা অ্যামিবা তাতে কি আদৌ কিছু এসে যায় ? আপনি বড় হবে, আপনার বয়োঃজ্যোষ্ঠরা আপনাকে 'স্যাটেল' হতে বলবে। আপনি তা শুনবেন তারপর আপনি একদিন এই পৃথিবীকে বিদায় জানাবেন। আপনার অল্টার ইগো সেই অ্যামিবাও ঠিক তাই করবে। এবার উপায় ?

পর্ব - আপদ

নিমপাতা বাবু ইমপোটেড সিঙ্গেল মল্টটি দামী কাঠের গ্লাসে ঢেলে নিজের পাঁচ ছয়খানা চ্যালা চামুন্ডার দিকে বিরক্তি ভরে তাকালেন। সেই ব্যাটারা দলিত জনপদ থেকে মেয়ে তুলে এনে রাতভর ধর্ষণ করে ধানের ক্ষেতে ফেলে দেয়। সবই ঠিক আছে কিন্তু বডিটা জ্বালিয়ে দিলে কি হতো ? সে কাজটা করার জন্য আবার মাঝ রাতে পুলিশকে ডাকতে হলো। একি পুলিশের কাজ, পুলিশ পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। চার ঘন্টা সময় নিল আগুন পুরো শরীর খেয়ে নিতে। তারপর দু-এক টুকরো হাড় এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইলো। ভাবুন যে শরীর খুবলে খেতে নিমপাতা বাবুর ছয়টি ছেলের পুরো রাত লাগলো, সেই একা শরীর আগুন মাত্র তিন চার ঘন্টায় খেয়ে নিল ! আশ্চর্যজনক নয় কি ? এই রকম ঘটনা এই মহা-ভারতে পান্ডব গৃহিত ও পান্ডব বর্জিত দুই জায়গাতে ঘটে। নিমপাতা বাবু নির্বাচনে লড়েন, সকল ধর্মের পুণ্যস্থান ভারতে ধর্মের রক্ষা করেন। লোকে বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে; তা নড়ে বটে তবে সেই ধর্মের ফল নিমপাতা বাবুর টেবিল ফ্যান ! কথাগুলো শুনে কেমন গা ছিম ছিম করছে না ? এই দেশে ধর্ম আর শরীর একে অপরকে কখনো ছেড়ে যায় নি। ধর্ম রক্ষায় শরীর যায় তা আমরা মানি না; শরীর রক্ষায় ধর্ম যাতে না যায় তাই নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা।

প্রাচীন কবি জিজ্ঞেস করলেন শুনুন "ও বাবু এবার উপায় কি ?"

পর্ব - বিপদ

১। " । গাছ তলাতে শুয়েছিল হারাধন দাস
নিমবাবুর শালা তিনি আদমী অতি খাস।"

তা সেই হারাধন দাস বাবু হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ব্যবসা চালান, ভোটের আগে কয়েকটা লোক কটু কাটা করেন তা নিয়ে নেতারা গলার শিরা ফোলান, আমি আপনি বর্ষাকালের গলা ফোলা ব্যাঙ দেখি আর নাই বা দেখি ভোট নেতাদেরকেই দেই। বিনিময়ে হারাধন বাবু পান উপঢৌকন, আর আমরা পাই মানসিক শান্তি। হারাধন বাবুর নাম রহমত খাঁ হলেও আমার কোন আপত্তি নেই। আমার আপত্তি কেন থাকবে ? যেখানে কয়েক লক্ষ সৈনিক সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, যাদের জন্য আপমি রাতে শান্তিতে ঘুমোতে পারছি এসবের পরেও আমায় কেন আপত্তি থাকবে ? কোন চতুষ্পদ প্রাণী কোনদিন আপত্তি করেনি, তাহলে আমরা দু-পেয়েরা কেন করবো ? 'আপত্তি' এই শব্দটিতেই আমার আপত্তি আছে। বলুন দেখি এই যে আপনি, আপনি কি গত দুশো বছর ধরে আপত্তি জানিয়েছেন ? জানাননি তো ? তাহলে এখন কেন জানালেন ? তারপরেও আপত্তি জানাতে চান ? প্রশ্ন করুণ উপায় কি ?